যুগান্তর

তারিখ 29 MAY 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

জেলায় জেলায় এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি

যুগান্তর ডেস্ক

আজ থেকে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্র সচিব, কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক, রাজনীতিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভা-সমাবেশ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিস্তারিত খবর পাঠিয়েছেন যুগান্তর প্রতিনিধিরা:

নাটোর : নাটোর থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ২৫টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার মোট চারটি ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধের জন্য ভিডিও ক্যামেরারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে বলা হয়েছে, পরীক্ষা চলাকালে প্রতিটি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিকভাবে একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন।

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : নবীনগর উপজেলার এইচএসসি এবং একটি আলিম পরীক্ষা কেন্দ্রে ৮ শতাধিক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। ৩টি এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেন্যু হচ্ছে নবীনগর সরকারি কলেজ কেন্দ্রের নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে, সলিমগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রের সলিমগঞ্জ এআরএম উচ্চ বিদ্যালয়ে, কাইতলা আমিনউদ্দীন জোবেদা কলেজ কেন্দ্রের কাইতলা যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং উপজেলার একমাত্র আলিম পরীক্ষা কেন্দ্র ডিএস ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রের ভেন্যু হিসেবে নবীনগর সরকারি কলেজে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মাগুরা : জেলায় সুষ্ঠুভাবে ৯টি কেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ৪টি কেন্দ্রে মাদ্রাসা বোর্ডের এবং ২টি কেন্দ্রে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ভোকেশনাল পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ৪টি ভিজিলেন্স টিম গঠিত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জেলা সদরে শহীদ শামসুদ্দিন মিলনায়তনে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৯ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, ১২ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান, প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন না হন।

শাহজাদপুর : গতকাল বুধবার শাহজাদপুর সরকারি কলেজের টিচার্স রুমে এইচএসসি পরীক্ষা নকলমুক্তভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে শিক্ষক, কর্মচারী ও স্থানীয় সুধী মহলের সঙ্গে প্রশাসনের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাহজাদপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মনজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মখলেছার রহমান উপস্থিত থেকে বলেন, নকল করলে এবং নকলে সহায়তা করলে তাকে শুধু বহিষ্কার করাই হবে না জেলেও পাঠানো হবে।

মাদারীপুর : মাদারীপুর জেলার এইচএসসি, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। একমাত্র পরিদর্শক ছাড়া অন্য কাউকে হলে ঢুকতে দেয়া হবে না। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা হলে ছবি তোলা যাবে না। মাদারীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ৫টি কেন্দ্র এবং ২টি অতিরিক্ত ভেন্যুতে এইচএসসি এবং ৪টি উপজেলার ৪টি কেন্দ্রে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নাজিরপুর : নাজিরপুর উপজেলায় মঙ্গলবার বিকালে ইউএনও আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা হয়। সভায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর আইন-শৃংখলার ব্যাপারে ৫টি কলেজের অধ্যক্ষ, সাধারণ শিক্ষক ও সুধীমণ্ডলী বক্তৃতা করেন।

খাগড়াছড়ি : জেলার ৮টি উপজেলার ৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ২,০২৪ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা এবং ভোকেশনাল বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কঠোর আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। প্রশাসন এবারের এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রশাসন এইচএসসি ও ভোকেশনাল এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক তদারকির জন্য দুটি পৃথক ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছে। এছাড়া জেলার সাতটি কেন্দ্রে ১০৩ জন পর্যবেক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রবেশপত্র-বাণিজ্য!

যুগান্তর ডেস্ক

কোন কোন জায়গায় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশপত্র দেয়ার সময় ২০০ থেকে ৩০০ করে টাকা নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রকমের কথা বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ টাকা আদায় করছে। হলে 'সুযোগ' দেয়া হবে এ ধরনের আশ্বাসও দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোতে আদায়ের এই হার আরও বেশি। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

চলনবিল : চলনবিলের বিভিন্ন কেন্দ্রের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র প্রদানে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা করে আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহী বোর্ডের অধীনে চলনবিলের ৯টি উপজেলায় ২১টি কেন্দ্রে ১৫০ কলেজের প্রায় ১৫ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে প্রবেশপত্র প্রদানের সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০০ থেকে ৩০০ করে টাকা নেয়া হচ্ছে। টাকা প্রদানের ঘটনা নিয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের বাকবিতণ্ডা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়েই প্রবেশপত্র নিতে হচ্ছে। মাদ্রাসা কেন্দ্রগুলোতে আরও বেশি নেয়া হচ্ছে। পরীক্ষার খরচ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার আশ্বাস দিয়ে টাকা নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রায়গঞ্জের চান্দাইকোনা বেগম নূরুন নাহার কলেজ, সলংগা কলেজ, তাড়াশ ডিগ্রি কলেজ, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, নন্দীগ্রাম ও সিংড়া থানার বিভিন্ন কলেজ মাদ্রাসায় এই অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে।

পরশুরাম : ফেনীর পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলার আলিম, ফাজিল ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশ পত্রের ফি বাবদ ২০০ টাকা হারে আদায় করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, দুটি উপজেলার দুই হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এসব পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ প্রতিটি প্রবেশপত্রের মূল্য হিসাবে ২০০ টাকা হারে আদায় করছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডাও হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরশুরাম ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রুহুল আমিন ২০০ টাকা করে আদায়ের কথা স্বীকার করে বলেন, ২৫ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা ফি কমানোর জন্য সুপারিশ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরশুরাম সরকারি কলেজের প্রধান হিসাবরক্ষক আবু তাহের প্রতিটি প্রবেশমূল্য বাবদ ১৪০ টাকা আদায়ের সত্যতা স্বীকার করেন।